VIVEKANANDA COLLEGE

THAKURPUKUR

KOLKATA -700063

NAAC ACCREDITED 'A' GRADE

Topic: Introduction to Gītā

Course Title: Section - A

Paper: CC4

Unit: I

Semester: 2 (Hons)

Name of the Teacher: Dr. Sutapa Bhattacharya

Name of the Department: Sanskrit

গীতা - ভূমিকা

পাঠ:- ১/ক

বেদব্যাসরচিত মহাভারতে ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্র ধর্মযুদ্ধের বর্ণনা শুরু হয়েছিল। তার সূচনাতে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এবং তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণের একটি সংলাপ আছে। এই সংলাপ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' নামে পরিচিত। পরম জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ ভগবান্, তাঁর কথিত চিরন্তনী বাণী এখানে আঠেরটি অধ্যায়ে গীত বা কীর্তিত হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এই ভাবে বলা হয়েছে - "ইতি শ্রীমহাভারতে বৈয়াসক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ... " ইত্যাদি। উপনিষদ্-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমসত্যের জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণকথিত এই বাণীতে সত্যজ্ঞান কীর্তিত হয়েছে। উপনিষদ্ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। তাই এর বিশেষণ হওয়ায় গীতা-শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে।

পাঠ:- ১/খ

এখন প্রশ্ন হলো, সেই সময়টায় কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ শুরু হতে চলেছে। বেজে উঠেছে রণদামামা। উভয় পক্ষের সৈন্য বাহিনী যুদ্ধ করার জন্য বাহন আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত। তার আগে যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা না বলে এত জ্ঞানের কথা কেন? এর উত্তর আছে প্রথম অধ্যায়ে। যুদ্ধ শুরুর আগে অর্জুন তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণকে বিপক্ষ সৈন্যদলের সামনে উপস্থিত করতে বললেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন , তাঁর পিতামহ, গুরু, ভাই ও প্রিয় আত্মীয়স্বজনেরা বিপরীতশ্রেণীতে যুদ্ধ করবার জন্য দাঁড়িয়ে। তাঁদের দেখে অর্জুন অত্যন্ত ব্যথিত ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, এই সব প্রিয় স্বজনদের বিরুদ্ধে তাঁকে অস্ত্রধারণ করতে হবে, যুদ্ধে এঁদেরই পরাজিত করে কাঙ্ক্ষিত রাজ্য জয় করতে হবে। এই কাজ তিনি করতে পারবেন না। বিজয়গৌরব, রাজ্যসুখ - কিছুই তিনি আর আকাঙ্ক্ষা করেন না। অতএব তিনি যুদ্ধ করবেন না।

পাঠ:-১/গ

কিন্তু ধর্ম সংস্থাপনের জন্য এই যুদ্ধ তো অনিবার্য ছিল। তাই সে যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী দূরদর্শী মঙ্গলময় সখা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করলেন। কিভাবে ঘটবে এই মোহমুক্তি? তার জন্য যা কিছু জানা প্রয়োজন, সেই সব সবিস্তারে বললেন। একতরফা ভাবে কতগুলো জ্ঞানের কথা বলে গেলেন - এমন নয়। অর্জুনও যে বিনা আপত্তিতে তাঁর সব কথা মেনে নিলেন, এমন নয়। তাই শুরু হয়ে গেল প্রশ্নোত্তরের পালা। অর্জুন এখানে এক জিজ্ঞাসু শিষ্য। তাঁর জিজ্ঞাসা তো আমাদের সকলেরই হয়ে। অতএব তাঁর সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিলেন মহিমময় শ্রীকৃষ্ণ - আমাদের সকলের জন্য। এই হল গীতা।

পাঠ:- ১/ঘ

পাঠ্য বিষয়ে যাবার আগে আরো কিছু জানবার কথা আছে।

প্রথমে আঙ্গিকের কথা। আগেই বলেছি, এই কাব্য সংলাপাত্মক। অর্থাৎ মহাকবি ব্যাস কোন বিষয়বস্তুর বর্ণনা করছেন না। মূলতঃ এখানে শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের সংলাপ বিবৃত হয়েছে। তাঁদের মুখ দিয়ে ই কবি তাঁর বক্তব্য আমাদের জানাচ্ছেন। আরো দুজনের নাম ও তাঁদের সংলাপ আমরা প্রসঙ্গক্রমে পাব - ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়। গীতা শুরু ই হয়েছে এঁদের সংলাপ দিয়ে। মহাভারতে আছে, জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র কৌরবপক্ষের রাজা। সঞ্জয় তাঁর মন্ত্রী। তাঁরা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে যান নি, হস্তিনাপুরেই আছেন। কিন্তু সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে - তা জানা যাবে কি করে? সঞ্জয়ের ছিল এক অলৌকিক ক্ষমতা। তিনি ঘটনাস্থলে না থেকেও দূরে বসে সেখানকার সবকিছু দেখতে পেতেন। তাই ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে জিজ্ঞেস করে করে সেখানকার ঘটনা জেনে নিচ্ছিলেন। গীতার প্রথম শ্লোকটি ধৃতরাষ্ট্রের ই উক্তি - ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ... ইত্যাদি। এর উত্তর দিয়েছেন সঞ্জয় । এইভাবে শ্লোকগুলিতে যখন যাঁর উক্তি/সংলাপ থাকবে, শ্লোকের আগে তাঁর নাম দেওয়া থাকবে । যেমন ঐ শ্লোকের আগে বলা হয়েছে "ধৃতরাষ্ট্র উবাচ" অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র বললেন। এইভাবে আছে - সঞ্জয় উবাচ, অর্জুন উবাচ, শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ইত্যাদি।

পাঠ:- ১/ঙ

এবারে আসি গীতার বিষয়বস্তুর কথায়। গীতার মূল তিনটি বিষয় - কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। আগেই বলেছি, অর্জুনকে মোহ থেকে মুক্ত করে যুদ্ধ করতে রাজি করানো ই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল। অর্জুন ভাবছিলেন যে, যে মহাসংগ্রাম ঘটতে চলেছে, তাতে অনেক মানুষের মৃত্যু হবে। সেই অবশ্যম্ভাবী মহা বিনাশের বিনিময়ে পাওয়া রাজ্য সুখ তাঁর কাছে নিন্দনীয় মনে হচ্ছিল। তিনি নিজেকে এই বিনাশের কারিগর মনে করছিলেন। এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছেন - যুদ্ধক্ষেত্রে এই বিনাশ মহাকালের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে ই আছে। কাজেই অর্জুন এর কর্তা নয়। মৃত্যু একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। মানুষ যেমন জীর্ণ পুরনো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পড়ে, তেমনি আত্মা মানুষের জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন একটি দেহ ধারণ করে। দেহ অনিত্য, কিন্তু দেহাশ্রয়ী আত্মা নিত্য, শাশ্বত - তার বিনাশ হয় না। অতএব, ফলাফল কি হবে - তার দিকে না তাকিয়ে অর্জুনের আশু কর্তব্য হলো যুদ্ধ করা। বস্তুত: সংসারে আমাদেরও প্রত্যেকের কর্তব্য হলো নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে যাওয়া। কর্ম করে শরীর। শরীর কিভাবে কর্ম করতে সক্ষম হবে, সে বিষয়েও শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিত বলেছেন। আর পরমপদে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ না করলে নিষ্কাম কর্ম সম্ভব নয়। কাজেই কর্ম, কর্মের কৌশল অর্থাৎ জ্ঞান আর আত্মসমর্পণ বা ভক্তি - এই তিনটি বিষয়বস্তু বা ভিত্তির উপরেই শ্রীমদ্ভগবদগীতার নির্মিতি।